সুপ্রিম মামলার তথ্য হোয়াট্‌সঅ্যাপে

এবার থেকে আদালতের মামলার তথ্য মিলবে হোয়াট্‌সঅ্যাপে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী থেকে মামলাকারী তাদের দায়ের করা মামলার সমস্ত আপডেট পাবেন হোয়াট্‌সঅ্যাপে। একই সঙ্গে আদালতে মামলার ফাইল, মামলার ‘কজ লিস্ট’ পাবেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সুপ্রিম কোর্ট একটি উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হল, আদালতের তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবার আরও বিস্তার। এখন আইনজীবীরা মামলা দায়ের সংক্রান্ত বিষয়ে স্বয়ংক্রিয় বার্তা পাবেন হোয়াট্‌সঅ্যাপে। কেন্দ্রের সলিসিটার জেনারেল এই পদক্ষেপকে বৈপ্লবিক বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

পাটনার হোটেলে ভয়াবহ আগুন

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পাটনার একটি হোটেলে পুড়ে মারা গেলেন অন্তত ৬ জন। গুরুতর আহত কমপক্ষে ৩০। ২০ জনকে নিরাপদে বের করে এনছেন উদ্ধারকারীরা। পাটনা রেল স্টেশনের ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা এই হোটেলটিতে বৃহস্পতিবার সকালে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়েই পৌঁছয় দমকল। কিন্তু আগুন আয়ত্তে আসার আগেই ঝলসে মৃত্যু হয় হোটেলে থাকা ৬ জনের। দমকল বিভাগের ডিজি শোভা ওহাটকর জানিয়েছেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, সিলিন্ডার ফেটে গিয়েই আগুন ধরে গিয়েছিল।’ বলেছেন, প্রায় ১৬ হাজার হোটেলে ফায়ার অডিট করা হয়েছে। অডিট চলাকালীন বেশ কিছু নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে হোটেলগুলোকে। কিন্তু বহু হোটেল কর্তৃপক্ষই নিয়ম মানে না। এসপি রাজীব মিশ্র জানিয়েছেন, বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে হোটেলটিতে আগুন লাগল, প্রথমে সেই নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

কোটাক মাহিন্দ্রার শেয়ারে ধস

অনলাইনে নতুন গ্রাহক নিতে পারবে না কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক। পারবে না নতুন করে কোনও ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করতে। বুধবার এমনই নির্দেশ জারি করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আর তারই জেরে বৃহস্পতিবার কার্যত ধস নামে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের শেয়ারে। এদিন এই ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম কমে যায় ১২ শতাংশ। মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জে সকালের দিকে ১২ শতাংশ কমে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের শেয়ার দাম নেমে যায় ১৬২০ টাকায়। গত প্রায় এক বছরের মধ্যে এটাই এই শেয়ারের সবচেয়ে কম দাম। তবে বেলার দিকে দাম কিছুটা ওঠায় দিনের শেষে এই ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ১৬৫৩ টাকা। অন্যদিকে এনএসইতেও এই শেয়ারের দাম ১০.৭৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৬৪৫ টাকা। এর জেরে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের সব শেয়ারের মোট বাজার মূল্য কমে যায় ৩৯ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা। এর ফলে বাজার মূল্য অনুযায়ী দেশের চতুর্থ শীর্ষ ব্যাঙ্ক হিসাবে উঠে আসে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। মোট শেয়ারের মোট বাজার মূল্যের বিচারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এদিনই কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যাঙ্কের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকে জোরদার করতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ব্যালান্স শিটের সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা হবে।

লড়বেন অমৃতপাল

লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জেলবন্দি খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। তেমনই জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী রাজদেব সিং খালসা। অসমের ডিব্রুগড় জেলে বন্দি আছেন তিনি। গত বছর মার্চে জাতীয় সুরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। আইনজীবী জানিয়েছেন, পাঞ্জাবের খাদুর সাহিব আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লাকেসভা ভোটে লড়বেন অমৃতপাল। রাজদেব সিং খালসার দাবি, তিনি নিজেই অমৃতপালকে ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে মত দেন অমৃতপাল। এদিকে, অমৃতপালের বাবা তারসেম সিং জানিয়েছেন, ছেলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অমৃতপাল বরাবরই প্রকাশ্যে নিজেকে খলিস্তানি নেতা ভিন্দ্রেনওয়ালের ছায়াসঙ্গী বলে দাবি করে এসেছেন।

ভোটটুন

কার্টুন: শুভেন্দু সরকার

৮৯ আসনে আজ দ্বিতীয় দফা

জেতা আসন ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ মোদি, বিজেপির

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২৫ এপ্রিল

লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় ৮৯ আসনে ভোটগ্রহণ আগামী কাল, শুক্রবার। এই দফায় বাংলার তিন আসনে ভোটগ্রহণ। লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় বিশেষ নজর রয়েছে কেরল, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকের মতো রাজ্যের আসনগুলিতে। কেরল বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের। পাঁচ বছর আগের জেতা আসন ধরে রাখার লড়াই বিজেপির। কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ, কেরলে গত বারের জেতা আসন ধরে রাখা। সেখানে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ অবশ্য ইন্ডিয়া জোটেরই বাম শরিকেরা। পাশাপাশি রাজস্থানে খাতা খোলা, কর্ণাটকে দলের আসন বাড়ানোও কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশেও তারা আসন বাড়াতে পারে কি না তা দেখার।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, দ্বিতীয় দফায় ভোটে লড়ছেন বিভিন্ন দল ও দলহীন ১২০৬ জন প্রার্থী। ওই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে শুক্রবার। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রেখেছে তারা। বৃহস্পতিবারই ১৩ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৯ আসনের ভোট নিতে ভোটকর্মীরা পৌঁছে গিয়েছেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোটে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।

পাঁচ বছর আগে কেরলের কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট রাজ্যের ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৯টি আসন দখল করেছিল। ওই রাজ্যে সিপিএম একটি আসনে জিতেছিল। আলাপ্পুঝা আসনে এ এম আরিফের জয়ের ব্যবধান ছিল ১০,৪৭৪ ভোট। এবার ওই আসনে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল প্রার্থী হয়েছেন। ওই আসনটি এবার জিততে মরিয়া কংগ্রেস। ওয়েনাড়ে লড়ছেন রাহুল গান্ধী। তিরুবনন্তপুরমে শশী থারুর। থারুরের বিরুদ্ধে ওই আসনে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। কর্ণাটকের ২৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে আগামী কাল। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ওই রাজ্যের ২৫টিতেই জয়ী হয়েছিল। রাজ্যে পালা বদল হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলেছে। কংগ্রেস এবার ভাল ফল করবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আশা। রাজস্থানের ২৫টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে কাল। বাকি ১২টি আসনের ভোটগ্রহণ মিটেছে প্রথম পর্বেই। মরুরাজ্যে ২০১৯ সালের নির্বাচনে একটিও আসন পায়নি কংগ্রেস। দলের নেতাদের দাবি, এবারে সেই পরিস্থিতি নেই।

উত্তরপ্রদেশের ৮টি আসনে ভোট কাল। ত্রিমুখী লড়াই ওই আসনগুলিতে। এনডিএ, ইন্ডিয়া জোট এবং বিএসপি প্রার্থীরা লড়ছে। অমরোহা, মেরঠ, বাগপত, গাজিয়াবাদ, গৌতমবুদ্ধ নগর, বুলন্দশহর, আলিগড় এবং মথুরা আসনে ভোট। মহারাষ্ট্রের আটটি আসনে এবং বিহার ও অসমের পাঁচটি করে লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে দ্বিতীয় দফায়। উল্লেখ্য, পাঁচ বছর আগে এই ৮৯ আসনের মধ্যে ৫২ আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। কংগ্রেস জিতেছিল ১৮ আসনে। দ্বিতীয় দফায় ৮৯ আসনের মধ্যে বিজেপি ৬৯ আসনে লড়ছে, কংগ্রেস ৬৮ আসনে। আগামী কালের ভোটে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনী, ওম বিড়লা, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতরা। হ্যাটট্রিকের হাতছানি তাঁদের সামনে।

বিধিভঙ্গের অভিযোগে মোদিকে নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৫ এপ্রিল

ভোট–প্রচারে বিধিভঙ্গের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে একই অভিযোগে নোটিস পেয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছিল কংগ্রেস। অন্য দিকে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেও বিধিভঙ্গের পাল্টা অভিযোগ করেছিল গেরুয়া শিবির। শাসক ও বিরোধী দলের অভিযোগের পর অবশেষে নড়েচড়ে বসল কমিশন। তবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বা রাহুলকে নোটিস ধরানো হয়নি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিদের নোটিস পাঠিয়ে দুই দলের দুই তারকা–প্রচারককে সাবধান করার বার্তা দিয়েছে কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ২৯ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে হবে। কমিশনের তরফে আগেই নির্দেশ জারি করে রাজনৈতিক দল ও তাদের তারকা–প্রচারকদের উদ্দেশে জানিয়েছিল, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় এবং ভাষার ভিত্তিতে বিভাজনমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ দেওয়া যাবে না। কিন্তু কমিশনের সেই নির্দেশ ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। ভোটের প্রচারে ওঠে ঘৃণা–ভাষণের অভিযোগ। মোদির বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটের প্রচারে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। গত রবিবার রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ায় মোদি ঘৃণা–ভাষণ দেন বলে অভিযোগ জানায় কংগ্রেস। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুসলিম–তোষণ নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন। নিন্দায় সরব হয় বিরোধী দলগুলি। মোদির বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানায় কংগ্রেস। আম নাগরিকদের তরফেও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘৃণা–ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ তুলে কমিশনে গাদা গাদা ই–মেল জমা হয়। অন্য দিকে, রাহুল গান্ধী ভোটের জন্য উত্তর ভারত– দক্ষিণ ভারত বিভাজন করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে ভাষা এবং অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি।

ধর্ম ও উপাসনালয়ের নামে ভোট চাওয়ার অভিযোগে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলা। কাল সেই মামলার শুনানি দিল্লি হাইকোর্টে। ৬ বছরের জন্য তাঁর নির্বাচনে লড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানানো হয়েছে আবেদনে। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি শচীন দত্তের বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে। মামলাকারী আইনজীবী আনন্দ এস জোন্ধলে। তাঁর অভিযোগ, ৯ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে নির্বাচনী প্রচারে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

কাপুরুষের দল কংগ্রেস, বলছে কেরলের সিপিএম

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, শুক্রবার কেরলের ২০টি লোকসভা কেন্দ্রেই ভোট। সরব প্রচার বুধবারই শেষ হয়েছে। কিন্তু সিপিএম ও কংগ্রেসের ‘কুস্তি’ থামার কোনও লক্ষণ নেই। ত্রিপুরা ও বাংলায় দুটি দল ‘গলাগলি’ করলেও কেরলে একে অন্যকে বিজেপির বি–টিম হিসেবে প্রমাণে মরিয়া। কেরল সিপিএম ফেসবুকে কংগ্রেসকে ‘কাপুরুষের দল’ বলেও উল্লেখ করেছে। বুধবার প্রচারের শেষ লগ্নেও অবশ্য কংগ্রেস পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়েনি। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ফের প্রশ্ন তোলেন, ‘বিরোধী শিবিরের সব নেতাই আক্রান্ত হলেও, তিনি (মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন) কেন নন?’ প্রিয়াঙ্কা মনে করিয়ে দেন বিজয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিয়ে একাধিক অভিযোগের কথা। সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবং কংগ্রেসের ইউডিএফের এই কাজিয়ার ফায়দা তুলতে মরিয়া বিজেপি।

ভোটের তরজা

কেরলে কংগ্রেস ও সিপিএম–সিপিআই নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত। দলের শীর্ষ নেতৃত্বই একে অন্যের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করায় নিচুতলার লড়াইও জমে উঠেছে। বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের অভিযোগ, ‘কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব বিজেপির ভয়ে এলডিএফের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করছে।’ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘নীচ মানসিকতার’ অভিযোগ তোলেন তিনি। ক্যা নিয়ে কংগ্রেসের ভূমিকাকেও কটাক্ষ করেছেন। এর আগে, তাঁরই অনুগত নির্দল বিধায়ক পি ভি আনভার রাহুলের ডিএনএ টেস্টের দাবি তুলেছিলেন। এই নিয়ে বিতর্ক হলেও বিজয়ন আনভারকেই সমর্থন করেন। সামাজিক গণমাধ্যমে বিজয়নের প্রশ্ন, ‘ওরা কাকে সাহায্য করছে?’ প্রচারের শেষ লগ্নে সেই প্রশ্নের পাল্টা জবাব দিয়ে গেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা। বিজয়নের মোদি–ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুলে রাহুলের নির্বাচনী কেন্দ্র ওয়েনাড়ের কামবালক্কাড়, ওয়ান্দুর ও এড্ডাকারায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, বিজেপি কোটি কোটি টাকা নিয়ে কেরলে ঘুরে বেড়ালেও, সেখানকার পুলিশ কিছু বলছে না। দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচতেই বিজয়ন বিজেপিকে সাহায্য করছেন। গান্ধী–পরিবারের সঙ্গে বিজয়নের এই লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে গোটা রাজ্যে। সিপিএমের পাশাপাশি তাই সিপিআইও সুর চড়িয়েছে। ওয়েনাড়ে রাহুলের প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই প্রার্থী অ্যানে রাজা তাই রাহুলের বিরুদ্ধে বেছে নিয়েছেন চোখা–চোখা শব্দবাণ। সব মিলিয়ে জমে উঠেছে সিপিএম–সিপিআই বনাম কংগ্রেসের ‘কুস্তি’। অন্য রাজ্যে তাদের ‘দোস্তি’কে তাই চাঁদমারি করেছে বিজেপি।

খরচ ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা!

এবারের ভোট সবচেয়ে ব্যয়বহুল

পিটিআই
কলকাতা, ২৫ এপ্রিল

অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন হতে চলেছে ভারতে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ৬০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তার দ্বিগুণেরও বেশি খরচ হতে পারে এবার। লোকসভা নির্বাচনের মোট খরচ ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে, জানিয়েছেন সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ (সিএমএস)–এর চেয়ারম্যান এন ভাস্কর রাও। রাওয়ের কথায়, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সরকার, নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ খরচ সবকিছুই এর মধ্যেই রয়েছে। মোট অর্থের ১০–১৫ শতাংশ খরচ হতে পারে নির্বাচন কমিশনের। ভোটার পিছু খরচ ১,৪০০ টাকা। আমেরিকার ওপেন সিক্রেট ডট ওআরজি–র হিসেবে, ২০২০ সালে আমেরিকায় নির্বাচনে খরচ হয়েছিল ১৪.৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে সেই খরচকেও টেক্কা দিচ্ছে ২০২৪ সালের এবারের লোকসভা ভোটের খরচ। পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাও বলেছেন, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ৩–৪ মাস আগে মনে করা হয়েছিল ভোটের খরচপত্র ১.২ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে। তারপর নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ হয়। ফলে খরচ বেড়ে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। নির্বাচনী বন্ড ছাড়াও টাকার নানা উৎস রয়েছে। তাছাড়া এডিআর জানিয়েছে, দলগুলির টাকার উৎস নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ২০০৪–০৫ সাল থেকে ২০২২–২৩ সালের মধ্যে মোট ১৯,০৮৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বিপুল টাকার ৬০ শতাংশ এসেছে ৬টি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। এই টাকার উৎস অজানা। সিএমএস রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ভোটে ৬০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, এবং তার ৪৫ শতাংশ খরচ করেছে বিজেপি। এবার আরও বেশি খরচ করতে পারে।

এবার নির্বাচনে ছ’টি বিষয় চোখে পড়ার মতো। সেগুলি হল লম্বা সময় ধরে চলা প্রাক্‌–নির্বাচনী কার্যকলাপ, প্রভাবশালী প্রার্থী, দলবদলের হিড়িক, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা, স্বচ্ছতার অভাব এবং ক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতা। তাছাড়া ডিজিটাল প্রচারের রমরমার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলো ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে পেশাদার সংস্থার দ্বারস্থ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ৩৫ বছরের বিভিন্ন নির্বাচনের খরচপত্র সিএমএসের নখদর্পণে।

পিছোল দিল্লির মেয়র নির্বাচন

দিল্লি পুরসভার নতুন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন ২৬ এপ্রিল হচ্ছে না। প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়নি। সে কারণে আপাতত এই ভোট স্থগিত রাখছে পুর কর্তৃপক্ষ। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর চিঠিতে জানান, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কোনও কিছু জানতে পারেননি, তাই প্রশাসক হিসাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করা ঠিক কাজ হবে বলে মনে করছেন না।

বুথে গিয়ে ভোট দেবেন ১১২-র ‘তরুণী’ কাঞ্চনবেন

বাড়িতে বসে ভোট দিতে চান না, ভোট দেবেন ভোটকেন্দ্রে গিয়েই। জানালেন কাঞ্চনবেন বাদশা। বয়স ‘মাত্র’ ১১২ বছর। দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসিন্দা তিনি। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। ৮৫ বছরের বেশি বয়সিদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট নেওয়ার ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে কাঞ্চনবেন সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এতে নির্বাচন কমিশনের নোডাল অফিসার নয়না পাওয়ার এবং তাঁর দল কাঞ্চনবেনকে সংবর্ধনা ও সম্মান জানায়।
স্বাধীনতা, দেশভাগ, বিশ্বযুদ্ধ এবং আরও অনেক ঘটনার সাক্ষী কাঞ্চনবেন। দেশের তরুণদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

জেল খেটেও ‘বিদেশি’ সুলেখারা অনেকেই ভোট দেবেন অসমে

তরুণ চক্রবর্তী

ভোট দেবেন সুলেখা দাস। শিলচরের কাছেই, উধারবন্দে তিনি থাকেন এখন। জন্মসূত্রেই ভারতীয়। কিন্তু ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে পারেননি। অসম আইনি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দু’বছর জেলখানার ভেতর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়ে তার পর কোভিড–পরিস্থিতিতে জামিন পেয়েছেন। এখন ফিরে পেয়েছেন ভোটাধিকারও। জানালেন, তাঁর হাতে এসেছে ভোটের স্লিপ। শুক্রবার শিলচর যাবেন ভোট দিতে। সুলেখা একা নন, এমন বহু হিন্দু বাঙালি আছেন, যাঁরা ডিটেনশন ক্যাম্পে নিজেদের জীবনের অনেক অমূল্য সময় কাটিয়ে ফিরে পেয়েছেন নিজেদের ভোটাধিকার। অনেকে আবার সেটুকুও পাননি।

ভোটের ২৪ কথা

কারণ, তাঁরা জামিন পেলেও, ফিরে পাননি নাগরিকত্ব। তাই প্রতি সপ্তাহে থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে বে–নাগরিক হিসেবেই থাকতে হচ্ছে তাঁদের। তাঁদের মতোই গণতন্ত্রের এই উৎসবে ব্রাত্য ডি–ভোটাররাও। ডি বা ‘ডাউটফুল’ ভোটার ভূ–ভারতে একমাত্র অসমেই রয়েছে। কাউকে সন্দেহ হলেই ভোটার–তালিকায় তাঁর নামের পাশে বসিয়ে দেওয়া হয় ডি–ভোটারের তকমা। এই তকমা লাগলে ভোটাধিকার শুধু নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবে বেঁচেবর্তে থাকার অধিকারও চলে যায়।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার লোকসভা ভোটে প্রতিশ্রুতি, ছ’মাসের মধ্যে ডি–ভোটার সমস্যার সমাধান হবে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবেন। আর ভোটে জিতে গড়ে তুলেছেন দৈত্যাকার ডিটেনশন ক্যাম্প। তাই হিমন্তের কথাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি বাঙালি–বিদ্বেষী। তাই ২৭ লক্ষ মানুষের আধার কার্ড মিলছে না। বিধানসভায় হিমন্তের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অসমে ৯৬,৯৮৭ জন ডি–ভোটার রয়েছেন। শিলচরের বিশিষ্ট সমাজসেবী কমল চক্রবর্তী জানান, বরাকেই রয়েছেন অন্তত ৩,৫০০ ডি–ভোটার। আর নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির সাধন পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, প্রতিদিনই বাড়ছে ডি–ভোটারের সংখ্যা। ভোট মিটলেই শুরু হবে ধরপাকড়। সুস্মিতা জানান, দু–একজন ডি–ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভোটাধিকার ফিরে পেলেও, বাকিদের ভোটদানের অধিকারই নেই। কারণ তাঁরা আইনের চোখে এখনও ‘বিদেশি’। জানা গেছে, অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে এখন মাত্র ৭ জন বন্দি রয়েছেন। বাঙালিদের আশঙ্কা, ভোট মিটলেই শুরু হবে ফের ধরপাকড়। কারণ বিভিন্ন ফরেনার্স ট্রাইবুনাল প্রতিদিনই ‘বিদেশি’ শনাক্ত করে চলেছে। এই ‘বিদেশি’রা অবশ্য বেশিরভাগই গরিব অংশের মানুষ। তাঁদের মধ্যে হিন্দু বাঙালিই বেশি। তবু ক্যা বা নাগরিকত্বের সুবিধে নিতে নারাজ তাঁরা। কারণ, তাঁদের কাছে ক্যা আরও বড় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার।

ফর্ম ‘এ’
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬–এর রেগুলেশন ৬ অধীনে]
কেজরিওয়াল সুগার এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	কেজরিওয়াল সুগার এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের প্রতিষ্ঠার তারিখ	১৬.০২.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ডেটর প্রতিষ্ঠিত/ নিবন্ধীকৃত	আরওসি, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	U51909WB2010PTC142319
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)–এর ঠিকানা	৫৫/১এ, স্ট্র্যান্ড রোড, বিনায়ক কমপ্লেক্স, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের পরিপ্রেক্ষিতে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২২.০৪.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস বন্ধের অনুমিত তারিখ	১৯.১০.২০২৪
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনাল হিসেবে ক্রিয়ারত ইনসলভেন্সি প্রোফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজনন্দন কুমার, আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/P-P-02721/2022-23/14161
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধীকৃত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল	শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা ৭০০০১৫। ই–মেল– **rnk_sa2004@yahoo.co.in**
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি	শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা ৭০০০১৫। ই–মেল– **cirp.kejriwalsugar@gmail.com**
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬.০৫.২০২৪
১২.	২১ নং ধারার (৬এ) নং উপধারার ক্লজ ‘বি’–এর অধীনে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত ঋণদাতাদের (যদি থাকে) শ্রেণিবিভাগ	প্রযোজ্য নয়
১৩.	কোনও শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য চিহ্নিত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনালদের নাম (প্রতি শ্রেণির জন্য তিনজন করে)	১) প্রযোজ্য নয় ২) প্রযোজ্য নয় ৩) প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) দরকারি ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিশদ তথ্য উপলব্ধ রয়েছে এখানে:	ওয়েবলিঙ্ক:**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**। বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল ২২.০৪.২০২৪–এ এ **কেজরিওয়াল সুগার এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড**– এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস শুরুর আদেশ জারি করেছে।
এতদ্দ্বারা **কেজরিওয়াল সুগার এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড** এর ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং ১০–তে উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনাল–এর কাছে ০৬.০৫.২০২৪ বা তার আগে তাঁদের দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন। বাকি সকল ঋণদাতারা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজেরা হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।
কোনও শ্রেণিভুক্ত ওপরে ক্রম নং ১২–তে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী কোনও আর্থিক ঋণদাতা সংশ্লিষ্ট শ্রেণির অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্য করার জন্য ওপরের ক্রম নং ১৩–তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে [নিজেদের পছন্দ বেছে নিতে] ফর্ম ‘সিএ’–তে চিহ্নিত করে দিতে পারবেন— এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে।

স্বা/–
রাজনন্দন কুমার
আইআরপি- কেজরিওয়াল সুগার এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/P-P-02721/2022-23/14161
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৪.২০২৪

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, পঞ্চম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **(১) মেসার্স আরহাম ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে (ঋণগ্রহীতা) এবং মেসার্স পেটাল ক্রিয়েশন, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (ঋণগ্রহীতা); (২) মেসার্স পেটাল কনসেপ্ট, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (উভয় অ্যাকাউন্টে সহ–ঋণগ্রহীতা); (৩) মেসার্স প্যান্থার ইউনিফর্মস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (উভয় অ্যাকাউন্টে সহ–ঋণগ্রহীতা); (৪) মেসার্স পেটাল ক্রিয়েশনস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (উভয় অ্যাকাউন্টে সহ–ঋণগ্রহীতা); (৫) বিজয় কুমার চোরারিয়া (উভয় অ্যাকাউন্টে জামিনদার); (৬) পুখরাজ দেবী চোরারিয়া (উভয় অ্যাকাউন্টে জামিনদার); (৭) অমিত কুমার চোরারিয়া (উভয় অ্যাকাউন্টে জামিনদার) এবং (৮) নবীন চোরারিয়া (উভয় অ্যাকাউন্টে জামিনদার)** এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ২৬.০৫.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে যথাক্রমে **₹৩,৬১,১০,০৯৩.৭৩/– (তিন কোটি একষট্টি লক্ষ দশ হাজার তিরানব্বই টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** এবং ₹৩,৪২,৯৮,১২৬.১২/– (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো ছাব্বিশ টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি–পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] পুনরুদ্ধারের জন্য আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ, যথাক্রমে মেসার্স আরহাম ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে এবং মেসার্স পেটাল ক্রিয়েশন, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে–এর লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে।
স্থাবর সম্পত্তি, যথা জমি এবং বাড়ির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹৩,৮১,১৫,৮৬৭/– (তিন কোটি একাশি লক্ষ পনেরো হাজার আটশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে ₹৩৮,১১,৫৮৬.৭০/– (আটত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশো ছিয়াশি টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উপরিস্থিত ১৪৫০ বর্গফুট মাপের পাকা কাঠামো সমেত ৫ (পাঁচ) কাঠা ১৫ (পনেরো) ছটাক ২৯ (উনত্রিশ) বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ১৭৩, আর এস খতিয়ান নং ৩২১ ও ৪৫৫, তৌজি নং ৭৩৬, এল আর দাগ নং ১৮০, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮৫, তৌজি নং ৯, জে এল নং ৪০, মৌজা– থানামাকুয়া, হাওড়া পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ড, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস– হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– রানিহাটি, থানা– সাঁকরাইল, জেলা– হাওড়া, পিন–৭১১১০৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর :** আর এস দাগ নং ১৭৩ এর অংশ; **দক্ষিণ :** আর এস দাগ নং ১৭৩ সংবলিত উত্তম দে’র প্লট; **পূর্ব :** ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা। **পশ্চিম :** আর এস দাগ নং ১৭৩ এর অবশিষ্ট অংশে চিহ্নিত প্লট;
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx বা https://sarfaesi.auctiontiger.net–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
যোগাযোগ নং: ৯৫০৩১৯৮১১৪
তারিখ: ২৬ এপ্রিল, ২০২৪
স্থান: কলকাতা